সাহাবি সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

# খালিদ

## ইবনুল ওয়ালিদ রা.

সাহাবি সিরিজ

# খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
সংকলক : ইলিয়াস মশহুদ
সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪০০, US $ 17. UK £ 12

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
**নহলী**, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-1-6

**Khalid Ibnul Walid Ra.**
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
**www.kalantorprokashoni.com**

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

# প্রকাশকের কথা

সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের। কালান্তর প্রকাশনী থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রকাশের ধারাবাহিকতায় পাঠকের হাতে এখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনীগ্রন্থ।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ইলিয়াস মশহুদ এটি সংকলন করেছেন। বিশেষ করে *সিরাতুন নবি* ﷺ ও চার খলিফার জীবনীগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ফলে গ্রন্থটির লেখক হিসেবে আমরা সাল্লাবির নামই ব্যবহার করেছি। এ জন্য আমরা শায়খ সাল্লাবির অনুমতিও নিয়েছি। আর সাল্লাবির এসব গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন নুরুযযামান নাহিদ, আবদুর রশীদ তারাপাশী, মহিউদ্দিন কাসেমী ও কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক।

গ্রন্থটিতে খালিদ রা.-এর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা বা ইতিহাস খুবই প্রাসঙ্গিক না হলে আনা হয়নি। কারণ, এতে গ্রন্থটির কলেবর অনেক বেড়ে যাবে, যেটার আমরা প্রয়োজন করছি না। এ জন্য আমরা শুধু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা বিষয়গুলো এনেছি। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনী বা ইতিহাস বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন যাতে না ঘটে, সে বিষয়টাও গুরুত্ব দিয়েছি।

প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু তথ্য ও বয়ান নির্ভরযোগ্য আরও নানা জায়গা থেকে কুড়িয়েছেন সংকলক। তাঁর এই চেষ্টা-শ্রম বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, বাংলাভাষী পাঠকের খালিদ রা.-এর জীবনীপাঠের যে সুতীব্র পিপাসা, সেখানে গ্রন্থটি শারাবান তাহুরার কাজ দেবে আশা করি। সূচিতে নজর দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন—গ্রন্থটিতে বিস্তৃত বয়ানে উঠে এসেছে তাঁর জীবনের সমূহ বাঁক। আর আমরাও সে-মতোই চেষ্টা করেছি। তবু সাধ্যের সব বিলিয়ে দেওয়ার পরও তো কমতি-খামতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ফলে পাঠক বরাবরে নিবেদন—ভাষা-বয়ান কিংবা তথ্য ও উপস্থাপনা যে দিক থেকেই এই গ্রন্থের যে রকম ত্রুটিই আপনার নজরে ধরা পড়ুক, দ্রুত আমাদের অবগত করবেন। বিবেচনাযোগ্য হলে দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্যই আমরা তা আমলে নেব ইনশাআল্লাহ।

**আবুল কালাম আজাদ**
কালান্তর প্রকাশনী
২৯ মে ২০২১

# সূচিপত্র


## সংকলকের কথা # ১১

প্রথম অধ্যায়

## খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিচিতি ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর ভূমিকা ও ইসলামগ্রহণ # ১৫

| | | |
|---|---|---|
| এক | : নাম, বংশতালিকা, জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার ও ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের সামাজিক অবস্থান | ১৫ |
| দুই | : ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের যুদ্ধজীবন : উহুদযুদ্ধ থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি | ১৯ |
| তিন | : খায়বারযুদ্ধ ও খালিদ | ২৬ |
| চার | : হুদায়বিয়ায় রাসুলের অবস্থান এবং খালিদের বাহিনী | ৩১ |
| পাঁচ | : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণ | ৩৩ |

দ্বিতীয় অধ্যায়

## মুতাযুদ্ধের নেতৃত্বে খালিদ, তাঁর বীরত্ব ও সাইফুল্লাহ উপাধি লাভ # ৪২

| | | |
|---|---|---|
| এক | : মুতাযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ৪২ |
| দুই | : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বগ্রহণ | ৪৩ |
| তিন | : মুতার যুদ্ধে খালিদের বীরত্ব | ৪৫ |
| চার | : 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ | ৪৬ |
| পাঁচ | : রণাঙ্গনে যেভাবে সেনাপতির দায়িত্ব পান খালিদ | ৪৬ |
| ছয় | : নেতৃত্বের অধিকার | ৪৭ |
| সাত | : নববি শিক্ষায় নেতৃত্বের সম্মান | ৪৮ |
| আট | : মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে রাসুলের পরিকল্পনা ও খালিদের ভূমিকা | ৫০ |

তৃতীয় অধ্যায়

## মূর্তি ও দেবালয় ধ্বংসকারী খালিদ # ৫৬


এক : উজ্জার উদ্দেশে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ৫৬
দুই : দাওমাতুল জানদাল অভিমুখে খালিদ ৫৭
তিন : সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলামগ্রহণ ৫৮
চার : বনু সাকিফের কাছে খালিদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ৬২
পাঁচ : বনু হারিস ইবনু কাআবের বিরুদ্ধে খালিদের যাত্রা ৬৩


চতুর্থ অধ্যায়

## ইরতিদাদি ফিতনা দমনে খালিদের অভিযান # ৬৫


এক : আবু বকরের শাসনামলে খালিদ ৬৫
দুই : ইরতিদাদি ফিতনা দমনে খালিদ ৭১
তিন : তুলায়হা আসাদির ফিতনা মোকাবিলায় খালিদ ৭২
চার : বনু জাদিলা অভিমুখে খালিদ ৭৬
পাঁচ : বুজাখার যুদ্ধ এবং বনু আসাদের বিদ্রোহ দমন ৭৬
ছয় : আদি ইবনু আবি হাতিমের প্রচেষ্টা ৭৯
সাত : খালিদের মোকাবিলায় তুলায়হার পরাজয়ের কারণ ৮১
আট : বুজাখাযুদ্ধের ফল ৮২
নয় : ইরতিদাদি ফিতনার কুশীলবদের করুণ পরিণতি ৮২
দশ : বুজাখাযুদ্ধে বন্দিদের সঙ্গে খালিদের আচরণ ৮৩
এগারো : আবু বকরের সাবধানতা ৮৪
বারো : তুলায়হার ইসলামগ্রহণ ৮৪


পঞ্চম অধ্যায়

## ভণ্ড নবি দাবিদারদের দমনে খালিদের অভিযান ও উম্মু তামিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে # ৮৬


এক : সাজাহ, বনু তামিম ও মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যা ৮৬
দুই : উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বিয়ে ৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

## ওমান ও বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ দমনে খালিদের অভিযান # ৯৬


এক : ওমানবাসীর ইরতিদাদ ৯৬
দুই : বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ ৯৭


সপ্তম অধ্যায়

## বনু হানিফাকে শায়েস্তা ও মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে নির্মূল করতে খালিদের অভিযান # ১০২


এক : মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব ও বনু হানিফা ১০২
দুই : রাজ্জাল ইবনু উনফুয়া হানাফি ১০৬
তিন : বনু হানিফার যাঁরা ইসলামে অটল ছিলেন ১০৭
চার : মুসায়লিমার ওপর খালিদের চড়াও হওয়া ১১০
পাঁচ : খালিদবাহিনীর মোকাবিলায় মুসায়লিমার সেনাবিন্যাস ১১২
ছয় : মুজ্জাআ ইবনু মুরারা হানাফির গ্রেপ্তারি ১১২
সাত : অস্ত্রযুদ্ধের আগে খালিদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ১১৪
আট : খালিদবাহিনীর সেনাবিন্যাস ১১৫
নয় : চূড়ান্ত যুদ্ধ ১১৫
দশ : বারা ইবনু মালিকের ভাষণ ১১৭
এগারো : মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে হত্যা ১১৮


অষ্টম অধ্যায়

## খালিদের বিয়ে ও ইরাকের অভিযানসমূহ # ১১৯


এক : মুজ্জাআর প্রতারণা ও খালিদের বিয়ে ১১৯
দুই : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে হত্যাচেষ্টা ১২৫
তিন : ইরাক অভিযানে খালিদ ও আবু বকরের পরিকল্পনা ১২৫
চার : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ইরাকের দিকে প্রেরণ ১২৯
পাঁচ : ইরাকে খালিদের যুদ্ধ ১৩৩
ছয় : জাতুস সালাসিলযুদ্ধ ও হুরমুজকে হত্যা ১৩৪
সাত : মাজার (সানি) যুদ্ধ ১৩৬

আট : ওয়ালজার যুদ্ধ ১৩৭
নয় : উল্লাইসযুদ্ধ ও আমগিশায়া ১৩৯
দশ : হিরা বিজয় ১৪২
এগারো : আনবার (জাতুল উয়ুন) বিজয় ১৫০
বারো : আইনুত তামার ১৫১
তেরো : দাওমাতুল জান্দাল ও খালিদ সম্পর্কে তাঁর শত্রুর সাক্ষ্য ১৫২
চৌদ্দ : হুসায়িদের যুদ্ধ ১৫৪
পনেরো : মুসায়াখের যুদ্ধ ১৫৫
ষোলো : ফিরাজের যুদ্ধ ১৫৬

নবম অধ্যায়

## খালিদের হজপালন ও শামের দিকে বিস্ময়কর যাত্রা # ১৫৯

এক : খালিদের হজ ও শামের দিকে রওনার নির্দেশ ১৫৯
দুই : খালিদের নামে আবু বকরের চিঠি ১৬১
তিন : শামের দিকে রওনা ১৬২
চার : মরুপথে খালিদবাহিনীর বিস্ময়কর যাত্রা ১৬৩
পাঁচ : শামে খালিদের বাহিনী ১৬৫
ছয় : দুর্গম মরুপথ পাড়ি দেওয়া খালিদের বীরত্বের প্রমাণ ১৬৫

দশম অধ্যায়

## শামে বিজয়াভিযান, ইয়ারমুকযুদ্ধ ও খালিদের বীরত্ব # ১৬৭

এক : শামে বিজয়াভিযান ১৬৭
দুই : রোমে হামলার সিদ্ধান্ত ও সুসংবাদসমূহ ১৬৯
তিন : সেনাপতি নিয়োগ ও বাহিনী প্রেরণ ১৭৫
চার : খালিদকে শামে প্রেরণ এবং আজনাদায়ন ও ইয়ারমুকযুদ্ধ ১৮৫
পাঁচ : আজনাদায়নযুদ্ধ ১৯০
ছয় : ইয়ারমুকের যুদ্ধ ১৯২
সাত : রোম ১৯৬
আট : আবু বকরের ইনতিকাল, উমরের খিলাফতগ্রহণ ও খালিদের অপসারণ ২০৪

## ১১ তম অধ্যায়

### সেনাপতির পদ থেকে খালিদের অপসারণ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ও শাম বিজয় # ২০৭


এক : মদপানের শাস্তি নির্ধারণে খালিদের পরামর্শ ২০৭
দুই : শামের রাজ্যসমূহ ২০৮
তিন : খালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অপসারণ ২০৯
চার : সেনাপতির দায়িত্ব থেকে খালিদকে অপসারণের কারণ এবং এর কল্যাণকর কিছু দিক ২১৬
পাঁচ : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ২২০
ছয় : শাম বিজয় ২২৭
সাত : দামেশক বিজয় ২৩১
আট : দামেশক বিজয়ের তাৎপর্য ও শিক্ষা ২৩৬
নয় : ফিহলযুদ্ধ ২৩৮
দশ : বিসান ও তাবারিয়া বিজয় ২৪০
এগারো : ১৫ হিজরিতে হিমসের যুদ্ধ ২৪০
বারো : কিন্নাসরিনের যুদ্ধ ২৪১
তেরো : বায়তুল মাকদিস অবরোধকারী নিয়ে মতভিন্নতা ও বিশ্লেষণ ২৪২


## ১২ তম অধ্যায়

### খালিদের মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল # ২৫০


এক : মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল ২৫০
দুই : হাদিস বর্ণনাকারী খালিদ ২৫৩
তিন : খালিদের ফজিলত ২৫৩
চার : দীনের সফল দায়ি ২৫৪
পাঁচ : শেষকথা ২৫৫

# সংকলকের কথা

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.—নাম শুনলেই মনের ভেতর একটা তেজ জেগে ওঠে। তির-তরবারির ঝনঝনানির কেমন একটা আওয়াজ কানে ভেসে আসে। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হওয়ার রসদ জোগায়। শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় নুয়ে আসে মনোজগত। পৃথিবীর সেরা বাসস্থান মক্কার পাদদেশেই খালিদের জন্ম; কুরাইশের শাখা বনু মাখজুমের নেতৃপুরুষ ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার ঔরসে। ঐতিহ্যগতভাবেই কুরাইশদের সেরা যোদ্ধা আর কমান্ডার সবাই ছিলেন বনু মাখজুমের। তাই বংশপরম্পরায় নেতৃত্ব ও বাহাদুরির বিভা খালিদের ধমনিতে বয়ে বেড়াচ্ছিল শৈশব থেকে। ফলে কৈশোর পাড়ি দেওয়ার আগেই অমিত সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হন তখনকার আরবের সরদারগোত্রখ্যাত বনু আবদি মানাফে। তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তি দিয়ে অনায়াসে রপ্ত করে নেন ঘোড়সওয়ারি ও তির-তরবারি চালনা। পিছিয়ে ছিলেন না কুস্তিবিদ্যায়ও। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হওয়ায় টাকাপয়সা উপার্জনের কোনো ফিকির ছিল না, ফলে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বেশ সুখেই। তাই পুরোটা সময় যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ব্যক্তিত্ব, বাহাদুরি আর নেতৃত্বগুণে অল্পবয়সে পুরো কুরাইশে তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য। আরবের সর্বমহলে বেশ বরিত। যুবক বয়সে দায়িত্ব পান সেনাক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা ও অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার।

মোটকথা, জাহিলি যুগেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. একজন নেতা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিলেন। পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা বংশাভিজাত্য, মেধা, সাহসিকতা ও নেতৃত্বগুণে ছিলেন আরবসমাজের মান্যপুরুষ। ফলে নবিজি ﷺ তার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু ওয়ালিদের ভাগ্যসিতারায় ইসলামের দ্বীপশিখা জ্বলে ওঠেনি। খালিদের ধমনিতেও পিতৃপুরুষের সেই অমিত তেজ ছিল দেদীপ্যমান। ইসলামগ্রহণের আগে মুসলিমদের মোকাবিলায় ছিলেন কঠোর-পাষাণ দিল। উহুদযুদ্ধে তো কুরাইশদের 'ইজ্জত' রক্ষার নেপথ্যনায়ক তিনি। তাঁর বীরত্বেই মুসলিমদের সাময়িক পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়েছিল সেদিন।

ইসলাম তখন ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। নববি সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল দিগ্‌দিগন্তে। দলে

দলে লোকজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল। খালিদের মনেও একসময় ইসলামের সত্যতা ফুটে ওঠে। বুঝতে পারেন, শেষপর্যন্ত রাসুল ﷺ-ই বিজয়ী হবেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুলের বিরুদ্ধে প্রতিটা যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী হচ্ছেন; আর আমরা পরাজিত হচ্ছি। মনে হচ্ছিল অচিরেই তিনি পুরো আরবে বিজয়ী ও নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন।'

এদিকে রাসুল ﷺ-ও তাঁর ইসলামগ্রহণের জন্য দুআ করতেন। এ দুআর বরকতে আল্লাহর রহমতে সপ্তম হিজরিতে খালিদ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। খালিদের বীরত্ব, সাহস, মেধা ও রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে রাসুল ﷺ তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামগ্রহণের পর মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। এ অল্প সময়েই শতাধিক যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন, তবে কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হননি! রণকৌশলে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অপরাজেয় এই বীর সেনার হুংকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠত কাফিরদের অন্তরাত্মা। তাঁর তির-তরবারির ঝলকানি দেখে মুহূর্তেই শত্রুশক্তি নেতিয়ে পড়ত। শত্রুপক্ষের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ যমদূত। ছিলেন ইসলামি ইতিহাসে এমন এক মহান সেনাপতি, যিনি রণক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও মেধা দিয়ে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছিলেন। নববি যুগ থেকে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

ইতিহাসের এই মহানায়কের জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। আর পুরো জীবনালোচনা তো কোথাও নেই। ফলে খালিদের যুদ্ধজীবন ছাড়া তাঁর সম্পর্কে খুব একটা জানার সুযোগ নেই। এই শূন্যতা পূরণের সামান্য প্রয়াস বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রায় ৯০% আলোচনা নেওয়া হয়েছে ড. আলি সাল্লাবির সিরাতুন্নবি ﷺ, আবু বকর সিদ্দিক রা., উমর ইবনুল খাত্তাব রা., উসমান ইবনু আফফান রা. গ্রন্থ থেকে। এ ছাড়া কিছু আলোচনা প্রয়োজন ও ধারাবাহিকতা-বিবেচনায় আমি জুড়ে দিয়েছি। কারণ, খালিদ রা.-এর নাম, বংশতালিকা, জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার ও ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর সামাজিক ও যুদ্ধজীবন সম্পর্কে ড. আলি সাল্লাবির লেখায় তেমন কিছু পাওয়া যায় না। ফলে তাঁকে নিয়ে লেখা কয়েকটি গ্রন্থসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে বাকি সব আলোচনাই ড. সাল্লাবির, যেখানে তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, ইসলামগ্রহণ-পরবর্তী বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর বীরত্বপ্রকাশ, নেতৃত্বগ্রহণ, নবিজি কর্তৃক 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে রাসুলের পরিকল্পনা ও খালিদের ভূমিকা, মূর্তিধ্বংস, দাওমাতুল জানদাল অভিমুখে যাত্রা, তাবুকযুদ্ধ ও বিদায়হজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের শাসনামলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জিহাদি অভিযান, ইরতিদাদি ফিতনা দমন, ভণ্ড নবিদের মোকাবিলায় তাঁর জিহাদি অভিযান, সাজাহ, বনু তামিম এবং মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদের বিয়ে, ওমান ও বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ, মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে কীভাবে দমন করা হয়েছিল, তা-ও। মুজ্জাআর প্রতারণা, মুজ্জাআর মেয়ের সঙ্গে খালিদের বিয়ে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া আবু বকরের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ, ইরাক অভিযানে পাঠানো এবং আবু বকরের পরিকল্পনা, হজপালন, শামের দিকে তাঁকে রওনার নির্দেশ এবং মুসান্নার হাতে ইরাকের নেতৃত্বভার অর্পণ সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠ করলে আমরা আরও জানতে পারব শামে আবু বকরের বিজয়াভিযান, আজনাদায়ন ও ইয়ারমুকযুদ্ধ, আবু বকরের ইনতিকাল, উমরের খিলাফতগ্রহণ এবং খালিদের অপসারণ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ এবং উমরের যুগে শাম বিজয় সম্পর্কে। জানতে পারব ইতিহাসের অপরাজেয় বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মৃত্যুশয্যা, খলিফা উমর সম্পর্কে তাঁর আবেগি মন্তব্য ও ইনতিকাল ইত্যাদি সম্পর্কে। এ ছাড়া গ্রন্থটির শেষ দিকে খালিদের হাদিস বর্ণনা, তাঁর ফজিলত, দীনের অন্যান্য খিদমাত সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাব।

বিশুদ্ধ ইতিহাস নিয়ে কাজ করা দেশের অন্যতম প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক মুহতারাম আবুল কালাম আজাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনী প্রকাশ করা। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর আগ্রহ এবং সার্বিক সহযোগিতায় *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.* গ্রন্থটি এখন পাঠকের হাতে। আল্লাহ তাআলা লেখক, পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক, সংকলকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। গ্রন্থটিতে ভাষা, বানান, তথ্য ও তত্ত্বগত কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

**ইলিয়াস মশহুদ**
২০ জুলাই ২০২২

প্রথম অধ্যায়

# খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিচিতি ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর ভূমিকা ও ইসলামগ্রহণ

## এক. নাম, বংশতালিকা, জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার ও ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের সামাজিক অবস্থান

### ১. নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও উপাধি

নাম খালিদ, উপনাম আবু সুলায়মান ও আবুল ওয়ালিদ। উপাধি 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি'। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা এমন—খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু মাখজুম ইবনু ইয়াকজা ইবনু মুররা ইবনু কাব আল মাখজুমি আল কুরাইশি। বংশতালিকার সপ্তম পুরুষ মুররা ইবনু কাবে গিয়ে রাসুল ﷺ ও তাঁর বংশতালিকা এক হয়ে যায়।

খালিদের মায়ের নাম লুবাবা আস-সুগরা বিনতু হারিসা। তিনি উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা বিনতু হারিসার বোন।[১] এ হিসেবে রাসুল ﷺ সম্পর্কে তাঁর খালু হন।

### ২. পরিবার ও বংশাভিজাত্য

বনু মাখজুম কুরাইশের একটা শাখা। কুরাইশের বনু হাশিমের পরই ছিল এই গোত্রের মর্যাদা। যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করত তারা। এ ছাড়া গোত্রটি আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদের অন্যতম ছিল। খালিদ রা. সম্ভ্রান্ত এই বনু মাখজুমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা ছিলেন মক্কার শীর্ষপর্যায়ের নেতা এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিশাল এলাকাজুড়ে ফসলের বাগান ছিল তাঁর।

[১] আসহাবে রাসুল : ২/৬৩।

খালিদ রা.-এর পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার এমন মর্যাদা ছিল যে, একবছর পুরো বনু হাশিম মিলে কাবার গিলাফ কিনে পরাত, তো পরের বছর ওয়ালিদ একাই কাবায় গিলাফ দান করতেন। এ ছাড়া তাঁর বাড়িতে সবসময় মেহমানদের আনাগোনা থাকত। কথিত আছে, তখন মক্কায় ওয়ালিদই সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন।

এখানে একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, জাহিলি যুগেও কিছু মানুষ নিজের মেধা, প্রজ্ঞা, ভদ্রতা, বংশাভিজাত্য ও নেতৃত্বগুণে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এরা ইসলামবিরোধিতা করলেও তাদের আচরণ অভদ্র, নীচ ছিল না। ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা এমনই একজন, যিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তার আচরণ হীনতর ছিল না। ইসলামের ঘোর বিরোধী হলেও আবু জাহলের মতো নবিজির সঙ্গে কখনো অভদ্র আচরণ করেননি। শারীরিক নির্যাতন করেননি। ফলে নবিজি তাঁর ইমান আনার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন; কিন্তু আত্মগরিমা আর নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহে শেষপর্যন্ত তার সে সৌভাগ্য হয়নি।

তবে ওয়ালিদের মতো নেতৃপর্যায়ের কয়েকজন ইসলামগ্রহণ করে নিজেদের ধন্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, জুবায়ের ইবনু মুতয়িম, সুহাইল ইবনু আমর রা. উল্লেখযোগ্য। ইসলামগ্রহণের আগে জাহিলি সমাজেও তাঁরা মানবিক সৌকর্যমণ্ডিত উত্তম চরিত্রের ধারক ছিলেন।

## ৩. জন্ম ও বেড়ে ওঠা

খালিদ রা. মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু মাখজুমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায়, নবুওয়াতের ১৫-১৬ অথবা ১৭ বছর আগে তাঁর জন্ম হয়। রাসুল ﷺ নবুওয়াত লাভকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বা ২৫ বছর।[২]

জন্মের পরপরই আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে গ্রামের একজন দুধমায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গ্রামীণ পরিবেশে তিনি লালিতপালিত হন। এরপর পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে মক্কায় মা-বাবার কাছে ফিরে আসেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ গড়নের অধিকারী অসম্ভব ডানপিটে বালক। ঐতিহ্যগতভাবেই কুরাইশদের সেরা যোদ্ধা আর কমান্ডাররা সবাই ছিলেন বনু মাখজুমের। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়া, তির, তরবারি, বর্শা ও বল্লম চালানো শিখতে শুরু করেন। বলতে গেলে সব অস্ত্রেই ছিলেন সমান পারদর্শী। ছিলেন তখনকার আরবের সেরা কুস্তিগিরদের একজন।

খালিদ রা. ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন, ফলে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বেশ সুখে। যেহেতু অর্থ উপার্জনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই পুরোটা সময় যুদ্ধবিদ্যা

[২] *আল-ইসাবা ফি তামায়িজিস সাহাবা*: ২/৯৮।

নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাহাদুরি আর নেতৃত্বগুণের কারণে যুবক বয়সেই পুরো কুরাইশে তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন। একবার তো মল্লযুদ্ধে উমর ইবনুল খাত্তাবকে আছড়ে ফেলে তার পা ভেঙে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সম্পর্কের দিক থেকে উমর রা. ছিলেন তাঁর মামা।[৩]

## ৪. শারীরিক গঠন

খালিদ রা. ছোটবেলায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এ জন্য তাঁর চেহারায় গুটিবসন্তের দাগ দৃশ্যমান ছিল। মুখে ঘন দাড়ি আর কাঁধ ছিল চওড়া। ছিলেন শক্ত-সুঠামদেহী, বুক ছিল প্রশস্ত।

## ৫. ভাই-বোন

খালিদ রা.-এর ছয় ভাই ও দুই বোন ছিলেন।[৪] তবে পাঁচ ভাইয়ের কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে হিশাম ইবনুল ওয়ালিদ ও ওয়ালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইসলামগ্রহণে ধন্য হন। আর দুই বোনের একজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার এবং অপরজনের হারিস ইবনু হিশামের সঙ্গে।

## ৬. বিয়ে, স্ত্রী ও সন্তানাদি

খালিদ রা. কতটি বিয়ে করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি কতজন, এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না বা জানারও উপায় নেই। কেননা, ইতিহাস ও বংশপরিক্রমাবিষয়ক গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসবিদরা সাধারণত তাঁর যুদ্ধজীবন নিয়ে বেশি আলোকপাত করেছেন। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণনা থেকে তাঁর ছয়টি বিয়ে এবং পাঁচজন সন্তানের তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাচীন আরবের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের সংখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. যাঁদের বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

১. কাবশা বিনতু হাওজা ইবনু আবি আমর। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সুলায়মান ইবনু খালিদ। সুলায়মান মিসরের কোনো এক যুদ্ধে, মতান্তরে ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে কোনো এক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

২. আসমা বিনতু আনাস ইবনু মুদরিক। তাঁর গর্ভে মুহাজির, আবদুর রাহমান ও আবদুল্লাহ নামে তিন ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেদের মধ্যে মুহাজির ইবনু খালিদ

---

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১১৫।

[৪] *সাইফুল্লাহ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.*, আবু রায়হান জিয়াউর রাহমান ফারুকি : ৩।